ঈশ্বরের সীমাহীন ক্ষমতা

১ম শমূয়েল ৫ অধ্যায় ১-১২ পদ

বিগত সপ্তাহে ১ম শমূয়েল ৪ অধ্যায়ের শেষাংশ থেকে আমরা দেখেছি যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক আনা সত্ত্বেও যখন ইস্রায়েল পলেষ্টীয়দের কাছে পরাজিত হয়েছে ও ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক পলেষ্টীয়দের হস্তগত হয়েছে, তখন তা দেখে ইস্রায়েলীয়রা এই ব্যাখ্যা করেছে যে, ইস্রায়েল থেকে ঈশ্বরের গৌরব সরে গেছে বা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বাস্তব হল ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক শত্রুদের হস্তগত হবার কারণে, ঈশ্বরের গৌরব ইস্রায়েলীয়দের ত্যাগ করেনি; পরিবর্তে, তাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ম-সিন্দুক আনয়নের ন্যায় পরজাতীয় কুসংস্কারমূলক আচরণের কারণেই তা ঘটেছে। অন্যদিকে, যুদ্ধে ইস্রায়েলীয়দের এই পরাজয় কোনওভাবেই ঈশ্বরের গৌরব হ্রাস নয়। কারণ, ইস্রায়েলের পরাজয় মানেই ঈশ্বরের পরাজয় নয়, যেহেতু সেই ইস্রায়েল তাঁর প্রতি অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জীবন যাপন করে চলেছে। আবার, এই পরাজয়ের অর্থ এও নয় যে, ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বর যে পরিকল্পনা করেছেন, তার-ও সমাপ্তি। ৫ অধ্যায় পাঠের দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বরের ক্ষমতা পূর্বের ন্যায় একই রয়েছে, তার সামান্যতম ঘাটতিও আমাদের চোখে পড়ে না; তার পরিবর্তে পরজাতীয়দের মধ্যেও তাঁর ক্ষমতা প্রকাশিত ও স্বীকৃত হয়েছে।

১। <u>ঈশ্বরের ক্ষমতায় দাগোন ভূপতিত (১-৫ পদ)</u>: ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে, তাদের ৩০,০০০ সৈন্যকে হত্যা করে, তাদের মহাযাজকের দুই পুত্রকে হত্যা করে, পলেষ্টীয়রা যখন ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক করায়ত্ব করে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছিল, তখন তাদের আনন্দ-উল্লাস বা আস্ফালনকে আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। যুদ্ধে তাদের এই জয় ও ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুককে হস্তগত করার ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে তারা যে আনন্দ উৎসবেরর ব্যবস্থা করেছে, তার একটি অংশ হল, ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুককে নিয়ে এবন-এষর থেকে অস্‌দোদে পদযাত্রা। কারণ, তারা ভেবেছে যে, নিয়ম-সিন্দুককে হস্তগত করার অর্থ ইস্রায়েলের ঈশ্বরের উপর জয়লাভ। আর তাই, তারা সেই যুদ্ধে জয়লাভের ট্রফি হিসাবে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকে নিয়ে শোভাযাত্রা করেছে এবং তাদের অন্যতম প্রধান দেবতা দাগোনের মন্দিরে নিয়ম-সিন্দুককে স্থান দিয়েছে। ১-২ পদে বলা হয়েছে, ***"পলেষ্টীয়রা ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক নিয়ে এবন-এষর থেকে অস্‌দোদে এনেছিল। পরে পলেষ্টীয়রা ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক দাগোন দেবের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে দাগোনের পাশে স্থাপন করল।"*** এইভাবে দাগোন দেবের মন্দিরে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুককে স্থাপনের দ্বারা তারা কী বলতে চেয়েছে? **প্রথমত**, দাগোনের পাশে নিয়ম-সিন্দুককে স্থান দেবার মাধ্যমে এই কথা প্রকাশ করতে চাওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বর দাগোনের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছেন। যেহেতু, নিয়ম-সিন্দুক ছিল ইস্রায়েলের ঈশ্বরের পার্থিব উপস্থিতির প্রতীক, তাই পরজাতি প্রতিমাপূজক পলেষ্টীয়দের কাছে নিয়ম-সিন্দুক ছিল ঈশ্বরেরই নামান্তর; আর তারা যখন দেখেছে সেই নিয়ম-সিন্দুক তাদের হস্তগত, তখন তারা স্বাভাবিক কারণেই ভেবেছে যে, ঈশ্বরের থেকে তাদের দেবতা দাগোনের ক্ষমতা অনেক বেশি। **দ্বিতীয়ত**, পলেষ্টীয়রা যদি মনে করে থাকে যে, এখনও ঈশ্বরের মধ্যে সামান্য কিছু ক্ষমতা অবশিষ্ট আছে, তাহলে তা এই কাজের মাধ্যমে সেই অবশিষ্ট ক্ষমতাকে তাদের দেবতা দাগোনের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের দ্বারা নিস্ক্রীয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। পলেষ্টীয়দের চিন্তায় ঈশ্বর এখন তাদের দ্বারা পরাজিত ও বন্দি, তিনি এখন শত্রু এলাকায় সম্পূর্ণ নিস্ক্রীয়।

কিন্তু পলেষ্টীয়রা ইয়াওয়ে ঈশ্বরের ক্ষমতার অদ্ভুৎ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। তারা মোশির মাধ্যমে ইস্রায়েলকে দত্ত দশ আজ্ঞার প্রথম দুটি আজ্ঞাকে (যাত্রা ২০:৩-৬) উপলব্ধি করতে পারেনি। তারা যে কথা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে, তা হল, দাগোনের ন্যায় দেবতা, যে মানুষের হাতে খোদিত, তার কোনও প্রকৃত ক্ষমতা নেই, যার দ্বারা সে সত্য ঈশ্বরের মুকাবিলা করতে পারে। তাই পরের দিন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সকালে, ধরা যেতে পারে, তারা যখন তাদের দেবতা দাগোনের আরাধনা করতে সেই মন্দিরে এসেছিল, তখন সেখানকার পরিস্থিতি দেখে তারা কতখানি বিচলিত হয়েছিল, তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। ৩ পদে বলা হয়েছে, ***"পরের দিন অস্‌দোদের লোকেরা সকালে উঠল, আর দেখ, সদাপ্রভুর সিন্দুকের সামনে দাগোন মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে আছে; তাতে তারা দাগোনকে তুলে আবার স্বস্থানে স্থাপন করল।"*** তারা হয়ত ইস্রায়েলের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে জয়লাভকে আরও উপভোগ করতে সকাল সকাল দগোনের মন্দিরে এসেছিল, দাগোনকে পূজো দিতে, কিন্তু তারা এসে দেখে যে, দাগোন ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকের সামনে ধূলো-মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। যার অর্থ, হয় দাগোনকে আঘাত করা হয়েছে, তাই সে মাটিতে পড়ে গেছে; কিম্বা, দাগোন নিজে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে তাঁর সামনে প্রণত হয়েছে। এখন, এমন পরিস্থিতিকে সামাল দিতে দাগোনের পক্ষে তারা কী ধরণের অজুহাতের কথা সেদিন বলেছিল, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি: *গতকাল নিয়ম-সিন্দুক স্থাপনের সময় দাগোনের মূর্তিটি সরে গেছিল, তা ঠিক জায়গায় ছিল না, কিন্তু তা আমাদের চোখে পড়েনি, তাই এমন ঘটেছে।* কিম্বা *গতকাল ভূমিকম্প হয়েছিল।* যাইহোক, তাদের দেবতা যাতে পুনরায় পতিত না হয়, তার জন্য তাদের ধর্মীয় নেতারা সমস্ত ব্যবস্থা করে ফিরে গেছে, এমন ঘটনা আর কখনও ঘটবে না, এই আশায়। কেবল দাগোন নয়, এই পৃথিবীর সমস্ত ধর্মীয় মূর্তিকে দাঁড় করাবার জন্য মানুষকে খুঁটি দিয়ে ঠেকা দিতে হয় (যিশাইয় ৪৬ ৬-৭)।

এখন, তারা যদিও সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে, পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়। ৪ পদে বলা হয়েছে, ***"তার পরের দিনও লোকেরা সকালে উঠল, আর দেখ, সদাপ্রভুর সিন্দুকের সামনে দাগোন উবুড় হয়ে পড়ে আছে, এবং গোবরাটে দাগোনের মাথা ও দুই হাত ছিন্ন হয়ে পতিত আছে, কেবল দেহমাত্র অবশিষ্ট আছে।"*** হ্যাঁ, দাগোনের আসল চেহারা এখন প্রকাশ পেয়েছে, চিন্তা করার জন্য তার মাথা নেই, কোনও কাজ করার জন্য তার হাতও নেই; বাস্তবে যা থাকা সত্ত্বেও সে কিছুই করতে পারত না (গীত ১১৫:৪-৮)। ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর যে দাগোনের মিথ্যা ক্ষমতাকে এত উচ্চীকৃত করা হয়েছিল তাকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, যারা ঈশ্বরকে পরাজিত জ্ঞান করেছিল, তিনি তাদের কাছে তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রকাশ করেছেন। পলেষ্টীয়রা কি এখনও এমন কথা চিন্তা করছে যে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাদের হাতে বন্দি? ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক পলেষ্টীয়দের হস্তগত হতে পারে, কিন্তু পলেষ্টীয়দের দেবতা সত্য ঈশ্বরের আঘাতে পতিত। এই সত্যকে ঢাকা দেবার আর কোনও উপায় নেই; দাগোন সিংহাসনচ্যুত হয়েছে, তাকে যারা সেই আসনে বসিয়েছিল, তারাই এই ঘটনার পর তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তাই ৫ পদে বলা হয়েছে, ***"এই জন্য দাগোনের পুরহিত এবং আর যত লোক দাগোনের মন্দিরে প্রবেশ করে, তাদের মধ্যে <u>আজ পর্যন্ত কেউ অস্‌দোদে স্থিত দাগোনের গোবরাটে পা দেয় না</u>।"*** এর দ্বারা আমরা যে কথা আরও বলতে পারি, তা হল, নিয়ম-সিন্দুক হস্তগত করা যেতে পারে, কিন্তু তার মানে, ঈশ্বরের উপর জয়লাভ বা ঈশ্বরের গৌরব হ্রাস বা ক্ষমতার পতন নয়। এলির বৌমা যে মন্তব্য করে তার পুত্রের নামকরণ করছিল (ঈখাবোদ), তা কখনও ঠিক নয়।

এই ঘটনার মাধ্যমে সেদিন একদিকে, ইস্রায়েল উপলব্ধি করেছিল যে, কেবল নিয়ম-সিন্দুক স্থানান্তর করার ন্যায় কাজের দ্বারা, ঈশ্বরের উপর নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে, তাঁকে নিজেদের প্রয়োজনে কাজ লাগানো সম্ভব নয়। অন্যদিকে, পলেষ্টীয়রাও ইয়াওয়ে ঈশ্বরের ক্ষমতা সম্বন্ধে সত্য উপলব্ধি করেছিল। নিয়ম-সিন্দুকের ন্যায় ঈশ্বর-দত্ত প্রতীককে যেমন ইস্রায়েলীয়দের মতো কুসংস্কারমূলক ব্যবহার করা যাবে না; ঠিক তেমনই তার প্রতি পলেষ্টীয়দের ন্যায় অসম্মান প্রদর্শনও করা যাবে না। এখন, ঈশ্বর যেহেতু ইস্রায়েলের সঙ্গে চুক্তি সাধন করেছিলেন, সেইহেতু, ইস্রায়েল তার জীবনের দ্বারা জগতের কাছে *ঈশ্বর কে* এবং *তাঁর বৈশিষ্ট্য কী*, তা প্রদর্শন করার ক্ষমতার অধিকারী ছিল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যখন তারা সেই কাজে ব্যর্থ হয়েছিল, তখন ঈশ্বর নিজের হাতে সেই দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন। আজ, একইভাবে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ঈশ্বর-বিশ্বাসী আমাদেরকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমরা যেন তাদের কাছে, যারা তাঁকে বিশ্বাস ও অনুসরণ করে না, ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরি। কারণ, আমরা বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী যাই হই-না-কেন, আমাদের সবাইকেই তাঁকে ঈশ্বর হিসাবে স্বীকার করতে হবে।

২। **ঈশ্বরের ক্ষমতায় পলেষ্টীয়রা আতঙ্কগ্রস্ত (৬-১২ পদ)**: কেবল দাগোন নয়, এবার আমরা সেই দাগোনকে যারা তৈরী করে পূজো করত, তাদের পরিস্থিতি দেখতে চলেছি। ৬ পদে বলা হয়েছে, ***"আর অস্‌দোদীয়দের উপর সদাপ্রভুর হাত ভারী হল, এবং তিনি তাদের বধ করলেন, অস্‌দোদের ও তার চার পাশের লোকদের স্ফোটক দিয়ে আঘাত করলেন।"*** অস্‌দোদের লোকদের জয়োল্লাস খুব তাড়াতাড়ি ভয় ও ব্যথ্যায় রূপান্তরিত হল। কারণ, তাদের মধ্যে অনেক লোকের শরীরে মারাত্মক যন্ত্রণাদয়ক বিষাক্ত ফোঁড়া তৈরী হল, যা পেকে ফেটে গিয়ে অনেকের মৃত্যু ঘটালো। ফলস্বরূপ, অস্‌দোদের লোকেরা এর মধ্যে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকের উপস্থিতির কারণকে স্বীকার করতে বাধ্য হল: ***"পরে অস্‌দোদীয়েরা এমন দেখে বলল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক আমাদের কাছে থাকবে না; কারণ আমাদের উপরে ও আমাদের দেবতার উপরে তাঁর হাত ক্লেশদায়ক হয়েছে"*** (৭ পদ)। ইস্রায়েলীয়রা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক এনে পৃথিবী কাঁপানো চীৎকার করেছিল, তখন পলেষ্টীয়রা এই কথা স্মরণ করে ভয় পেয়েছিল যে, ***এই ঈশ্বর প্রান্তরে বিভিন্ন ধরণের আঘাতে মিস্রিয়দের বধ করেছিল*** (৪:৮ পদ)। এখন, ৪ অধ্যায়ে যুদ্ধের পূর্বে পলেষ্টীয়রা যে ভয় পেয়েছিল, তার বাস্তবতা আমরা এখানে ৫ অধ্যায়ে দেখতে পাচ্ছি। নিয়ম-সিন্দুক অধিকারের কারণে, যে ঈশ্বরকে তারা হস্তগত করেছিল বলে মনে করেছিল, সেই ঈশ্বরের হাত এখন তাদের উপর **ভারী** হয়েছে। ২বিবরণ ২৬:৮ পদানুসারে, সদাপ্রভুর যে **বলবান হস্ত** মিসর থেকে ইস্রায়েলীয়দের বের করে এনেছিল, সদাপ্রভুর সেই বলবান বা ভারী হাতই এখন অস্‌দোদীয়দের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। এখন, ৬ পদে, তাদের উপর ঈশ্বরের হাত "ভারী" হবার কথা বলতে গিয়ে হিব্রু বাইবেলে "ভারীর" জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা ১শমূয়েল ৪:২১-২২ পদের "প্রতাপ/গৌরব/ক্ষমতা" শব্দের একই ধাতু (খাবোদ) থেকে এসেছে। এর দ্বারা বলতে চাওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক পলেষ্টীয়দের হস্তগত হবার দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি; তাঁর ক্ষমতা আগের ন্যায় একইভাবে প্রতিষ্ঠিত ও অপারজিত (যিশাইয় ৫০:২; ৫৯:১)। ঈশ্বরের ক্ষমতাপূর্ণ হাত ইস্রায়েলীয়দের উপর ভয়ঙ্কর মহামারি এনেছে।

এখন, অস্‌দোদে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক আনার পর থেকেই যেহেতু এমন ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে, সেইহেতু পলেষ্টীয়রা সহজেই যে শেষকথায় উপনীত হয়েছে, তা হল, আমাদেরকে এই নিয়ম-সিন্দুকের হাত থেকে নিস্কৃতি পেতে হবে। ৮ পদে বলা হয়েছে, ***"অতএব তারা লোক পাঠিয়ে পলেষ্টীয়দের ভূপালদের নিজেদের কাছে একত্র করে বলল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুকের বিষয় আমাদের কর্তব্য কী? ভূপালেরা বলল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক গাতে নীত হোক। তাতে তারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক সেখানে নিয়ে গেল।"*** এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, তারা যদিও তাদের এই মৃত্যুর সঙ্গে ঈশ্বরের সিন্দুকের যোগাযোগকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, তথাপি এ বিষয়ে তারা আরও নিশ্চিত হতে চায়; আর তাই তাদের অন্য একটি নগরে তা পাঠিয়ে, তারা দেখতে চাইছে, তাদের অনুমান ঠিক কি-না। যাইহোক, তারা বুঝতে শুরু করে দিয়েছে যে, ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক হস্তগত করা তাদের ঠিক হয়নি; ইস্রায়েলের ঈশ্বরের উপর জয়লাভ করেছে বলে তারা যে চিন্তা করেছিল, তা কতখানি ভুল; ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাদের তৈরী দেবতার মতো নন, যাকে তারা নিজেদের ইচ্ছা মতো নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। লক্ষ্য করার বিষয় হল, তারা যখন এইভাবে আক্রান্ত হয়েছে, তখন কিন্তু একবারের জন্যও তারা তাদের দেবতা দাগোনের কাছে কোনও আবেদন করেনি। কারণ তারা উপলব্ধি করেছে যে, এই পরিস্থিতিতে তাদের ন্যায় তাদের তৈরী দেবতাও কতখানি অসহায়। পরিবর্তে, তারা ঈশ্বরের ক্ষমতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যাইহোক, গাতেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল; বাধ্য হয়ে তারা ঈশ্বরের সিন্দুক ইক্রোণে পাঠালো। কিন্তু নিয়ম-সিন্দুক যখন ইক্রোণে উপস্থিতি হল, তখন ***"ইক্রোণীয়রা কেঁদে কেঁদে বলল, আমাদের ও আমাদের লোকদের বধ করার জন্য ওরা আমাদের কাছে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক এনেছে"*** (১০ পদ)। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, তাদের উপর নেমে আসা এই ভয়ঙ্কর আঘাতের কারণ সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছে। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের উপর আধিপত্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব, সেই সিন্দুক যেখানে থাকার কথা, সেখানে পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা তারা সমস্ত ভূপালকে জানিয়েছে: ***"ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক পাঠিয়ে দিন, তা নিজের জায়গায় ফিরে যাক, আমাদের ও আমাদের লোকদের বধ না করুক। কারণ মারীভয়ে নগরের সর্বত্র ত্রাস হয়েছিল, সেইখানে ঈশ্বরের হাত খুব ভারী হয়েছিল"*** (১১ পদ)। পলেষ্টীয়রা এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, ইয়াওয়ে ঈশ্বরের ক্ষমতা অসীম, তার উপর জয়লাভ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়; তাই তাঁর সিন্দুক স্বস্থানে ফিরিয়ে দিতে হবে। (মার্ক ৫ অধ্যায়ে গেরাসিনের পরজাতীয়রা যেমন যীশুর ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হয়েছিল ও উপলব্ধি করেছিল যে এর উপর নিয়ন্ত্রণ চালানো সম্ভব নয়; তাই যীশুকে তাদের গ্রাম ত্যাগ করতে বলেছিল)। তারা সেই ঈশ্বরের ''ভারী'' হাতের পরিচয় পেয়েছে। এখানেও ''ভারীর'' জন্য হিব্রু বাইবেলে ''খাবোদ'' শব্দের মঋত ধাতুকে ব্যবহার করা হয়েছে, যা তাঁর ক্ষমতা, প্রতাপ, বা গৌরবকে নির্দেশ করে। হ্যাঁ, মিসর ও ফরৌণের মতো, পলেষ্টীয় ও তাদের দেবতা দাগোনের উপর ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশিত ও স্বীকৃত। ঈশ্বরের গৌরব হ্রাস পাওয়া নয়, তা পলেষ্টীয়দের দ্বারাও স্বীকৃত হয়েছে।

যদিও সাত মাস সময় লেগেছিল (৬:১), তথাপি ইস্রায়েলীয়দের কাছে ঈশ্বরের সিন্দুক ফেরত পাঠাতে পলেষ্টীয়রা বাধ্য হয়েছিল। এর দ্বারা তারা ঈশ্বরের ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিজেদের দূর্বলতা স্বীকার করেছিল। কিন্তু তারা আরও উপলব্ধি করেছিল যে, এইভাবে যদি তারা তাদের দূর্বলতা স্বীকার করে, তাহলে ইস্রায়েলীয়রা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নতুন শক্তি পাবে, তাই তারা সেই সিন্দুকের সঙ্গে বিভিন্ন উপহার পাঠিয়ে ইস্রায়েলের সঙ্গে আঁতাত গড়তে চেয়েছিল, যে বিষয়ে আমরা ৬ অধ্যায় থেকে শিখব।

আজ আমরা এই ঘটনা থেকে কী শিক্ষা পাই? ইস্রায়েলীয়রা ভেবেছিল, তারা যদি যুদ্ধক্ষেত্রে ঈশ্বরের সিন্দুক আনে, তাহলে ঈশ্বর তাদের মধ্যে থাকতে বাধ্য হবেন ও যুদ্ধে তাদের জয় হবে। কিন্তু তাদের সেই চিন্তানুসারে কাজ হয়নি। তার মানে কি ঈশ্বর তাদের সঙ্গে ছিলেন না? না, তা সত্য নয়। কারণ, নিয়ম-সিন্দুক যখন অস্‌দোদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন ঈশ্বর তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন। ঈশ্বর তাঁর পার্থিব উপস্থিতির চিহ্ন বা প্রতীক হিসাবে নিয়ম-সিন্দুক ব্যবহার করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তাই, সেই সিন্দুক যখন এক নগর থেকে অন্য নগরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তিনিও তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিলেন ও মহামারীর দ্বারা লোকদের আঘাত করেছিলেন। তাহলে কেন তিনি এবন-এষরে ইস্রায়েলীয়দের জয় দেননি? তার দ্বারা তিনি একদিকে যেমন এলির পরিবারের প্রতি তাঁর ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ করেছেন; তেমনই অন্যদিকে, ইস্রায়েলীয়দের শিক্ষা দিয়েছেন যে, তারা তাদের ঈশ্বরকে নিজেদের প্রয়োজন মতো কাজে লাগাতে পারে না; কিম্বা যে জাতি তাঁকে বিশ্বাস করে না বা তাঁর বাক্যের প্রতি বাধ্য নয়, তাদের পরাজয় মানে ঈশ্বরের পরাজয় নয়। ঠিক একইভাবে, অনেক সময় বিশ্বাসী আমরা যখন মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ি, বা অপরাধবোধ যখন আমাদের কুড়ে কুড়ে খায়, বা যখন পরিবারের কোন ব্যক্তির অকাল মৃত্যু হয়, তখন কি সব সময় তার অর্থ ঈশ্বর আমাদের পরিত্যাগ করেছেন? বিশ্বাসী আমরা যেন আমাদের স্বল্প জ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরকে ও তাঁর পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার দুঃসাহস না দেখাই। পরিবর্তে, তাঁর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে, তাঁকে তাঁর মর্যাদা দিই, তাঁতে আস্থা রাখি ও তাঁর বাক্য পালন করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com